দৈনিক ইনকিলাব

৩

তারিখ 29 DEC 1993

আরবী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক

প্রতিটি মুসলমানের কাছে কুরআন শরীফ-এর প্রতিটি আয়াতের অর্থ বোধগম্য করে তোলার দায়িত্ব প্রধানত আলেম সমাজের। লাখো লাখো নামাজী যারা মাদ্রাসায় যেতে পারবেন না এবং যারা নামাজের মধ্যে কি পড়ছেন এবং কি শুনছেন তার কিছুই বুঝতে পারছেন না তাতে তাদের কিছুই লাভ হবে না।

আজ যে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্লাবনে সমস্ত মূল্যবোধ ভেসে যাচ্ছে তাকে ঠেকাতে হলে ঈমান, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর তা সম্ভব হবে কেবল তখনই যখন প্রতিটি মুসলমান কুরআন পাঠের মাধুর্য উপভোগ করতে সক্ষম হবেন, পবিত্র কুরআনে কি বলা হয়েছে তা বুঝতে পারবেন এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করবেন। পবিত্র কুরআনে কি বলা হয়েছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে কোন মুসলমানের ঈমান ও আচরণ মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

আজ সময় এসেছে মুসলিম সমাজকে এক নব জাগরণে উদ্বুদ্ধ করার। এটি সম্ভব হবে ঘরে ঘরে কুরআনকে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে। যেহেতু কুরআন আরবী ভাষায় নাযেল হয়েছে তাই প্রতিটি মুসলমানকেই আরবী ভাষার মৌলিক জ্ঞান লাভ করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। এ সত্যটিকে স্বীকার করে নিয়েই আমাদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার এক আন্দোলনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

নিম্নে কয়েকটি ব্যবহারিক পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) সকল মসজিদের ঈমামদের কমবেশি আরবী ভাষায় জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে,

(২) প্রতিটি মসজিদে মাগরিব-এর নামাজের পর থেকে রাত দশ/এগারটা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নামাজীদের সুবিধা অনুযায়ী এক থেকে দু'ঘণ্টা পবিত্র কুরআন পাঠ ও আরবী ভাষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে,

(৩) ধর্মীয় শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করতে হবে ও

(৪) শিক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম টেলিভিশনে প্রতিদিন নিয়মিত কুরআন ও আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সপ্তাহে একদিন শুক্রবার কুরআন শিক্ষার আসর দ্বারা এ প্রয়োজন মিটবে না। কুরআন শিক্ষার অনুষ্ঠানের জন্য টিভি সময়ের কোন কমতি হওয়ার কথা নয়। এর জন্য একটু সৎ সাহসের প্রয়োজন হবে। যে সময়টাতে বাংলাদেশ টেলিভিশন আমাদের কিশোর প্রজন্মকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে থাকে তা থেকে কিছুটা সময় কেটে নিলেই চলবে।

—ফজলে হক,
১১৭/১, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা।